তারিখ 5 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

দৈনিক
ইত্তেফাক

# দারিদ্র্যকে পুঁজি করে শিক্ষা দেয় যে প্রতিষ্ঠান

ব্রিজ ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি - কম খরচে গরিব শিশুদের শিক্ষাদানের একটি বিদ্যাপিঠ। ২০০৮ সালে কেনিয়ায় এর প্রথম শাখা গড়ে উঠে। আফ্রো-এশিয়ার দেশগুলোতে এর শাখা রয়েছে। মূলত কমখরচে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার মানসে এর জন্ম হয়েছে। কিন্তু তারপরও অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন সত্যিকার অর্থেই কি এটা বিনা লাভে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে নাকি দারিদ্র্যতাকে পুঁজি করে তারা তাদের মুনাফা লুটছেন?

কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে যে স্কুলটি রয়েছে তা একটি ঘনবসতিপূর্ণ বস্তি এলাকায় অবস্থিত। এখানকার মানুষগুলো চরম দারিদ্র্যতার মাঝে বসবাস করেন। মারাত্মক ব্যাধি এইচআইভি তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। এছাড়া রয়েছে আরো নানাবিধ রোগ। এসবের সঙ্গে যুদ্ধ করেই তাদের বাঁচতে হয়। দরিদ্র অসহায় এ মানুষগুলোর বেঁচে থাকাই যেখানে দায় সেখানে সন্তানদের পড়াশুনার খরচ চালানো তাদের কাছে এক দুঃস্বপ্নের মতো। এ বাস্তবতাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে ব্রিজ ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি। সমাজের অসহায় মানুষদের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করতে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে প্রকৃত মানুষ বানানোর কারিগর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তারা। তথাকথিত সনাতনী শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে তারা প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা দিচ্ছেন। ব্রিজ এখানে ৫শ নার্সারি ও প্রাইমারি স্কুল পরিচালনা করছে। শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে ব্লাকবোর্ডে লিখে ছাত্র-ছাত্রীদের শেখান। তাদের স্কুল ড্রেসের রং হচ্ছে হালকা সবুজ।

ব্রিজ কোম্পানি থেকে বলা হয়েছে তাদের প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন ঠিকমতো স্কুলের ইউনিফর্ম পায়। প্রতিবছর শিক্ষার্থীদের ৫৪ থেকে ১২৬ ডলার স্কুলের বেতন গুনতে হয়। স্কুলের দূরত্বের জন্য বেতনের এ তারতম্য ঘটে। ২০০৭ সালে মে এবং তার স্বামী জে কিমমেলম্যান এবং তার এক বন্ধু ফিল ফ্রেজ মিলে ব্রিজ স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম দিকে এর প্রতিষ্ঠাতারা বিশ্বের দরিদ্রদের শিক্ষাদানের জন্য এর পরিকল্পনা করেছিলেন। উদ্দেশ্য মহৎ হলেও এখানে যে তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ নেই তা নয়। তারা চেয়েছেন কম খরচে মানসম্মত শিক্ষাদানের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে। বিল গেটস, অমিদিয়ার নেটওয়ার্ক, জাকারবার্গ এবং বিশ্বব্যাংকসহ আরো অনেকে এতে বিনিয়োগে এগিয়ে এসেছেন। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের তথ্য অনুযায়ী ২০১৫ সালে ব্রিজ একশ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি সুরক্ষিত, করতে পেরেছে। ব্রিজ প্রথমদিকে একটা লাভজনক কোম্পানি ছিল। বিভিন্ন এনজিও তখন বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে কাজ করে মুনাফা অর্জন করতো। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে তারা তাদের ধারণা পাল্টে কীভাবে ভালো কাজের মাধ্যমে অর্থ আয় করা যায় সেদিকে মনোনিবেশ করেন। সেই বাস্তবতা থেকেই গড়ে উঠে ব্রিজ ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি। —নিউ ইয়র্ক টাইমস